প্রথম আলো।

তারিখ 22 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ছয় সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগপত্র জমা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর •

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন সহকারী প্রক্টর একযোগে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। গত শনিবার রাতে রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডলের কাছে তাঁরা এই পদত্যাগপত্র জমা দেন। উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটার প্রতিবাদে তাঁরা এই পদত্যাগপত্র জমা দেন।

রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল পদত্যাগপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন, আবেদনপত্রগুলো উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে উপাচার্য মুহম্মদ আবদুল জলিল মিয়া এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

পদত্যাগপত্র জমাদানকারী ছয় সহকারী প্রক্টর হলেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শফিক আশরাফ, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রিশিন পরিমল, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আজিজুর রহমান, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক আসিফ আল মতিন, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্র রায় ও রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তারিকুল ইসলাম।

এদিকে উপাচার্যবিরোধী গণমঞ্চের অন্যতম উদ্যোক্তা গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হাফিজুর রহমান যেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে, সেদিন থেকেই উপচার্যের পদত্যাগের দাবিতে এক দফার আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন।

পদত্যাগী সহকারী প্রক্টরদের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক আজিজুর রহমান সবার পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'উপাচার্য স্যার এখনো আমাদের সাথে কোনো কথা বলেননি।'

চিকিৎসা নিতে যাওয়া আহত পাঁচ শিক্ষক-কর্মকর্তার মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান ইলিয়াছ প্রামাণিক ও পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল আলম এখনো রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকি শিক্ষকদের গত শনিবার রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, চার শিক্ষক ও দুই কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার এবং উপাচার্যের দুর্নীতি-অনিয়মের প্রতিবাদ ও তাঁর পদত্যাগের দাবিতে গত শনিবার আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর তাঁরা উপাচার্যের ভবন ঘেরাও করার সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় শিক্ষকেরাও পুলিশি হামলার শিকার হন। এই পরিস্থিতিতে গত শনিবার রাতে ছয় সহকারী প্রক্টর রেজিস্ট্রারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

গত বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত একটি পত্রের মাধ্যমে ছয় শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করার ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

উপাচার্য মুহম্মদ আবদুল জলিল মিয়ার অনিয়ম-দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ৫ জানুয়ারি থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুর্নীতিবিরোধী গণমঞ্চ গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন। ১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ব্যানারে বহিরাগতরা হামলা চালালে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মতিউর রহমান ও বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ আহত হন। ওই দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এক মাস ২০ দিন পর ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হলেও উপচার্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনায় শনিবার আবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অনভিপ্রেত ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সমিতি। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা চলাকালে উপাচার্যের অফিস কাম রেসিডেন্স ভবন, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ডরমেটরি, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা-ভাঙচুর এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সমিতি।